জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website : www.janatabank-bd.com

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট -৩
ফোন ঃ ৯৫৫১৬১০

আরসিডি সার্কুলার নং- ৭২/১৮

তারিখ ঃ ০৩/১২/২০১৮ ইং / ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/ উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয়ঃ বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ন করার জন্য ৫% রেয়াতি সুদের হারে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি (Refinance Scheme) পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের এসিএফআইডি সার্কুলার নং -০২ তারিখঃ ০২/০৬/২০১৫ ইং এর ৩ এবং ৬(ক) নং অনুচ্ছেদটি (**অত্র ব্যাংকের আরসিডি সার্কুলার নং ৫০/১৫ তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৫ ইং এর ৮ এবং ১৪(ক) নং অনুচ্ছেদটি**) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

"১. ঋণের সুদের হার ঃ
এ স্কীমের আওতায় উল্লিখিত ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠনিগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%, যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠনিগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাবী করতে পারবে।

২. রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ
(ক) ব্যাংকগুলো বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় উক্ত খাতে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিস্তারিত তথ্য (যেমনঃ মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি) উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সুদ ক্ষতির আবেদন পেশ করবে।"

উল্লেখ্য, এ নির্দেশ ১ নভেম্বর, ২০১৮ থেকে কার্যকর হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসংগত আরও উল্লেখ্য, বর্তমানে কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদ হার ৯%। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে আদায় হলে উক্ত ঋণের সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ (৯%-৪%)=৫% বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে ভর্তুকী বাবদ পাওয়া যাবে। উক্ত সুদ ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য (যেমনঃ মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি) উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সুদ ক্ষতির আবেদন পেশ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে অত্র ডিপার্টমেন্ট বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

অত্র ডিপার্টমেন্টের উপরোল্লিখিত সার্কুলার নং ৫০/১৫ তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৫ ইং এর বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

এমতাবস্থায়, উপরোল্লিখিত বিষয় যথাযথভাবে পরিপালনের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ মোস্তফা কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল জব্বার
মহাব্যবস্থাপক